দৈনিক খবর

বাংলাদেশ শিক্ষা তথ্য ও পরিসংখ্যান ব্যুরো
ডকুমেন্টেশন কেন্দ্র

তারিখ 21 MAY 1989
পৃষ্ঠা 5 কলাম 8

২৪

২৫

ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা কেলেংকারি প্রসংগে

গত ১৬ই এপ্রিল দৈনিক খবর এ 'পরীক্ষার খাতা বদল ঃ শিক্ষা বোর্ড নীরব কেন?' চিঠিতে ১৯৮৬ সনে ঢাকা বোর্ডের অধীন ধনবাড়ী কলেজ কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় খাতা বদল সংক্রান্ত একটি গুরুতর কেলেংকারি সম্পর্কে জনৈক অধ্যাপকের লেখা একটি পত্র প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত সনে উক্ত কেন্দ্রে আমিও একজন উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী ছিলাম এবং যে সকল পরীক্ষার্থীর খাতা বদল হয় তাদের কয়েক জন আমাদের রুমেই পরীক্ষা দিয়েছে। পরীক্ষার হলে বসে ঐ পরীক্ষার্থীরা তেমন কিছুই লেখেনি। খাতায় শুধু দু'একটি প্রশ্নের উত্তর লিখেছে এবং প্রায় সময়ই বসে থাকতো। কিন্তু প্রতিদিনই তাদের খুব খুশী মনে পরীক্ষার রুমে আসতে এবং সন্তুষ্ট চিত্তে হল থেকে বেরিয়ে যেতে দেখা যেতো। পরীক্ষার সময় পরীক্ষা কমিটির এক্সামিনেশন ইনচার্জ হিসেবে দায়িত্বে নিয়োজিত একজন অধ্যাপক সাহেব তাদের কাছে আসতেন এবং প্রতিদিনই খুব নীচু স্বরে তাদের সাথে আলাপ-পরামর্শ করতেন। পরে ঐ সলা-পরামর্শের বিষয়টি জানতে পারি।

আসলে ওই পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে পরীক্ষার অভিনয় করতো এবং পরীক্ষার শেষে বাইরে থেকে খাতা লিখে এনে উক্ত অধ্যাপক সাহেবের মাধ্যমে জমা দিতো। এই খাতা কেলেংকারির কথা তখনই ধনবাড়ী এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু কলেজ কর্তৃপক্ষ এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ নীরব থাকেন। শুনেছি ১৯৮৬ সনের আগে এবং পরেও ওই ভাবে ঐ কেন্দ্রে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা বদল হয়েছে। মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড ওই খাতা কেলেংকারির তথ্য-প্রমাণ পেয়ে ৯ জন পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করেন। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের মত পবিত্র এলাকায় পরীক্ষার মত একটি বিষয়কে নিয়ে ছেলে খেলার সাথে জড়িত দোষী অধ্যাপক এবং কর্মচারী নামধারী ব্যক্তিরা এখনও দোর্দন্ড প্রতাপে ঐ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। শিক্ষা বোর্ড বা কলেজ কর্তৃপক্ষ কেউই তাদের বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেননি।

আমরা ঐ অসৎ অধ্যাপক নামধারী এবং কর্মচারী নামধারী অপরাধী চক্রের শাস্তি দাবী করি। বিলম্বে হলেও ধনবাড়ী কলেজ কর্তৃপক্ষ এবং ঢাকা বোর্ড কর্তৃপক্ষ দোষীদের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেবেন বলে আশা করি।

মোঃ হাফিজুর রহমান
তিনআনী বাজার
শেরপুর টাউন, শেরপুর।